পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আহ্‌মদী

সম্পাদকঃ এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই জুলাই ১৯৮০ ইং : ২রা রমজান, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫.০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৪শ বর্ষ
আহ্‌মদী ১৫ই জুলাই, ১৯৮০ ইং ৫ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল কুরআন : সূরা আল-কাফেরুন	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : "ছিদ্রান্বেষণ ও উপহাস"	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : "কুরআন করীম-এর এক অনন্য বিশেষত্ব" 'রোজার কল্যাণ অতি মহান'	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭
* জুমার খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১১
* বিদেশ যাত্রার পূর্বে হুজুরের উপদেশ :	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫১)	হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২২
* সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও চিন্তাবিদগণের অভিমত :	,, ,,	৩
* পোপকে ধর্মীয় আলোচনার আহ্বান :		২৫

পবিত্র রমজান মাসে ঢাকা কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে নামাজ তারাবীহ ও দরসুল কুরআনের বিশেষ ব্যবস্থা

ঢাকায় ১লা রমজান (১৪ই জুলাই) হইতে ৪ নং, বকশী বাজার রোডস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে দৈনিক বিকাল ৫-১৫ মিঃ হইতে ইফতার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন শরীফের দরসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দরস দিতেছেন সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। উক্ত দরসে যোগদানের জন্য সকলকে সাদরে আহ্বান জানান যাইতেছে। উক্ত মসজিদে তারাবীহর নামাজ দৈনিক ৮-৩০ মিনিটে (বাদ নামাজ এশা) সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেবের ইমামতীতে আদায় করা হইতেছে।

তেমনিভাবে ঢাকার বিভিন্ন হালকা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সকল জামাতেও তারাবীহর নামাজ সহ দরসে-কুরআনের যথারীতি ব্যবস্থা জারী রহিয়াছে।

মোহ্‌তারম আমীর সাহেব রমজান মাস আহ্‌মদনগরে কাটাইবেন। বন্ধুগণ তাঁহার সহিত সেখানকার ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

وعلى عبده المسيح الموعود   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

৩১শে আষাঢ়, ১৩৮৭ বাংলা : ১৫ই জুলাই, ১৯৮০ ইং : ১৫ই ওফা, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

তফসীরে কুরআন—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরুনের তফসীরের অনুবাদ।)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চম উদ্দেশ্য وفى الرقاب ব্যক্ত হইয়াছে ; অর্থাৎ দাসদিগকে দাসত্ব বন্ধন হইতে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যেও যাকাত ব্যয় করা যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবে দাসত্বের প্রচলন ছিল, এই জন্য তাহাদিগকে স্বাধীন করার জন্য আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। কারণ দাসের বেচা-কেনা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে অবৈধ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। ইহার এক মর্ম ইহাও হইতে পারে যে, যদি কোন স্বৈরাচারী ও জালিম জাতি কোন দুর্বল জাতিকে অন্যায়ভাবে পদদলিত করে, বল পূর্বক তাহাদের দেশ দখল করে এবং উহার অধিবাসীগণকে দাস বানাইয়া লয় তাহা হইলে যাকাত দ্বারা তাহাদের সাহায্য করা যাইতে পারে এবং তাহাদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এইরূপেই যদি কোন ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে ও বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তিকেও যাকাত দ্বারা উদ্ধার করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠম উদ্দেশ্য غارمين সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ঐ সমস্ত লোক ইহার অন্তর্ভুক্ত যাহাদের উপর টাকাকড়ি আদায়ের এমন দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হয় যাহা সরাসরিভাবে তাহাদের দায়িত্বের অন্তর্গত নহে যেমন কোন ব্যক্তি কাহারো জমানত গ্রহণ করিল। যাহার জমানত সে গ্রহণ করিয়া ছিল সে পরে মারা গেল বা উধাও হইয়া গেল। এমতাবস্থায় জামিনের নিকট সম্পদ না থাকিলে এবং তাহার উপর অসহণীয় বোঝা আসিয়া পড়িলে যাকাত দ্বারা তাহার সাহায্য করা যাইতে পারে। এইরূপে ঐ সকল ব্যবসায়ী লোক غارمين-এর অন্তর্গত হইতে

পারে যাহাদের ব্যবসার ফলে দেশের কল্যাণ ও উপকার সাধন হয় কিন্তু কোন দুর্ঘটনা বশতঃ যদি তাহারা ব্যবসায় এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে ব্যবসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়া যায়, তাহা হইলে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে যাকাত দ্বারা তাহাদের সাহায্য করা যেন তাহারা ব্যবসায় বহাল হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

সপ্তম উদ্দেশ্য فی سبیل اللہ বলা হইয়াছে। জাতি বা দেশ সম্পর্কীয় যাবতীয় সংগঠন ও কার্যকলাপ ইহার অন্তর্ভুক্ত, যথা জাতি ও দেশের শৃঙ্খলা ও শক্তি বৃদ্ধি উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি-প্রগতি ইত্যাদির বিষয়াবলী; সেনাবাহিনী, শিক্ষা-বিভাগ, সড়ক ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি সকল কর্ম যাহা কেবল কোন ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত নহে বরং গোটা জাতির কল্যাণার্থে করা হয়, ইহার অন্তর্গত। ফোকোরা, মাসাকীন, আমেলীনাআলায়হা, মুয়াল্লাফাতুলকুলুব এবং গারমীনের বিষয়াবলী হইতেছে ব্যক্তিগত কল্যাণ সম্পর্কীয়। ইহার পর ابن السبیل শব্দটি উল্লেখ করিয়া বস্তুতঃপক্ষে এই দিকে নির্দেশ করা হইয়াছে যে অনেক সময় এমন এমন সমস্যাবলীরও সৃষ্টি হয় যাহাকে ব্যক্তিগত বলা যাইতে পারে না বরং উহাকে জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কীয় বলিতে হয়। এই প্রকারের কাজের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত ভাবে টাকা পয়সা ব্যয় করা হয় যাহা দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় হইয়া পড়ে। এই প্রকারের ব্যয় অনেক রকমেরই হইতে পারে, তাই ইহা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই বরং একটি সংক্ষিপ্ত এবং গভীর অর্থ সম্পদের শব্দ রাখা হইয়াছে যেন দায়িত্বশীল লোক প্রয়োজন অনুযায়ী যাকাত হইতে খরচ করিতে পারে।

অষ্টম উদ্দেশ্য ابن السبیل বর্ণিত হইয়াছে। ابن السبیل এর অর্থ হইতেছে মুসাফির, পর্যটক। মুসাফিরের সাহায্য করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য সমূহের অন্তর্গত। সড়ক নির্মাণ ও উহার মেরামতের প্রতি নজর রাখা, অতিথি সেবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপনা যথা অতিথিশালা, সরাইখানা, ডাকবাংলা নির্মাণ, দেশে অনায়াসে যাতায়তের সুবিধার্থে অনুসন্ধান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করা, যাতায়াত বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করা, এই সম্পর্কে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করা যাহাতে বিদেশ হইতে লোক আসিতে ও ইসলামী রাষ্ট্রের সুব্যবস্থা-প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিতে পারে এবং মুসলমানগণ অমুসলমানদের সম্বন্ধে এবং অমুসলমানগণ মুসলমাদের সম্বন্ধে ওয়াকেফ-হাল হইতে পারে। এইরূপে যেন বহির্জগত হইতে পর্যটকদের আগমনের ফলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তার হয় এবং মজবুত ভিত্তির উপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠে; এই সব বিষয়ই ابن السبیل এর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উপরে উল্লেখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করিলে উপলব্ধি করা যায় যে ইসলাম কেবল যাকাত দেওয়ার আদেশই দেয় নাই বরং এই আদেশে গভীর হিকমতও নিহিত রহিয়াছে, এবং ব্যক্ত হইয়াছে যে যদি জাতি সঠিক ভাবে এই আদেশ পালনে বদ্ধপরিকর হয় তাহইলে উন্নতির অজস্র উপাদান সৃষ্টি হইয়া চলিয়া যাইবে।

রোযার তাৎপর্য ও কল্যাণ

(২) এরূপে ইসলাম রোযার আদেশ দান করিয়াছে। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন যে,

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (بقرة ع ٢٣)

হে মুসলমানগণ! তোমাদের উপর রোযা এইরূপেই ফরয করা হইয়াছে যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর উহা ফরজ করা হইয়াছিল। এই রোযা তোমরা অবিরত এক মাস রাখিবে। ইহার পর ইরশাদ করিয়াছেন যে এই আদেশ বৃথা আদেশ নহে, শুধু এই জন্য নহে যে তোমরা সমস্ত দিন ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাক এবং কষ্ট করিতে থাক। বরং এই আদেশ জাতির উদ্দেশ্যে বহু বহু কল্যাণ সংরলিত পরম হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে। ইহার প্রতিই নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে لعلكم تتقون যে রোযার বরকতে তোমরা তাকওয়া লাভ করিতে পারিবে। তাকওয়া শব্দটি কুরআন করীমের মধ্যে তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (১) দুঃখ-ক্লেশ হইতে রক্ষার অর্থে (২) পাপ হইতে রক্ষার অর্থে এবং (৩) আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উচ্চ মকাম ও মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে। মোট কথা, এই শব্দটি দ্বারা আল্লাহতায়ালা তিনটি হিকমত বা তাৎপর্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রথম হিকমত এই বলা হইয়াছে যে রোযার বরকতে মানুষ দুঃখ-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। বাহ্যতঃ কথাটি আশ্চর্যজনক মনে হয় কারণ রোযা রাখিয়া মানুষকে পানাহার না করিয়া ক্ষুধায় ও পিপাসায় কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে রোযা মানুষকে দুইটি শিক্ষা দেয় প্রথমতঃ এই যে ধনী ও সম্পদশালী লোক সমস্ত বৎসরই উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ও ফল-মেওয়া খাইতে থাকে; ক্ষুধা কি তা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না। ক্ষুধার তাড়নায় দীন-দরিদ্রগণ কত কষ্ট ও দুর্ভোগ সহ্য করে তা তাহারা বুঝিতে পারে না। রোযার মাধ্যমে তাহাদিগকে ইহার চেতনা দান করা হইয়াছে এবং ক্ষুধার্ত দীন দরিদ্রদের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করানো হইয়াছে। মোটের উপর রোযা রাখার আদেশ দান করিয়া ধনীদের অন্তরে গরীব ভাইদের কষ্ট-ক্লেশ সম্বন্ধে চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং পরস্পর সহানুভূতির আবেগও উদ্দীপনা ফুৎকার করা হইয়াছে সম্পদশালীদের বক্ষে। এইরূপ আন্তরিক চেতনা, অনুভূতি ও সহানুভূতির ফল জাতির পক্ষে পরিষ্কারই যে জাতির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় হইবে, কলহ-বিবাদ হইতে জাতি রক্ষা পাইবে এবং অহরহ ও অবিরত উন্নতির পথে ধাবমান হইবে। আর গোটা জাতি যদি অশান্তি ও কলহ-বিবাদ হইতে রক্ষা পায় তাহা হইলে উহার প্রত্যেকটি সদস্য যে কষ্ট-ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় শিক্ষা এই দেওয়া হইয়াছে যে ইসলাম এই চায় যেন মুসলমান কখনও অলস ও উদাসীন না হয় বরং কঠোর পরিশ্রম করার অভ্যাস এবং সহনশীলতা, সহ্য ও ধৈর্যের উত্তম আচরণের অধিকারী হয়। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদিগকে রোযার মাধ্যমে উত্তম উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রতি বৎসরই তরবিয়ত দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ও তরবিয়ত যাহারা লাভ করিবে তাহারা কখনও ধ্বংস হইতে পারে না।

তৃতীয় শিক্ষা, রোযার মাধ্যমে মানুষ পাপ মুক্ত হয়: ইহার মর্ম এই যে বাহ্যিক ও শারীরিক ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার নামই হইতেছে পাপ। ইহাও একটি সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে যে যখন মানুষ কোন বিষয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে তখন সে উহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যখন তাহার মধ্যে স্বেচ্ছায় উহা ছাড়িয়া দেওয়ারও শক্তি সৃষ্টি হয় তখন সে উক্তরূপ বাসনা-কামনায় আর সবল হইতে পারে না। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি রোযার মাধ্যমে সকল ভোগবিলাস ও বাসনা-কামনা যাহা কোন কোন সময় পাপের প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট করে, খোদার জন্য পরিহার করে এবং একমাস পর্যন্ত নিজের অন্তর সত্তাকে আয়ত্তাধীন করার অভ্যাস করে তখন ইহার অপরিহার্য ফল ইহাই প্রকাশ পায় যে সে অতি সহজেই লোভ-লালসার মুকাবেলা করিতে সক্ষম হয় যাহা তাহাকে পাপের দিকে আকৃষ্ট করিয়া থাকে।

তাছাড়া তাকওয়া অবলম্বন করার ব্যাপারে রোযা এইরূপেও সাহায্য করে যে এই সময়ে যেহেতু তাহাজ্জুদ নামাযেরও বিশেষ আদেশ রহিয়াছে যাহা রোযাদার পালন করিতে যত্নবান হয়। এইজন্য তখন বেশী বেশী দোয়া-দরুদ এবং ইবাদত-বন্দেগী করার সে তৌফীক পায়। ইহাছাড়া, বান্দা যখন স্বীয় আরাম আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য পরিত্যাগ করে তখন আল্লাহতায়ালাও তাহাকে নিজের দিকে আসক্ত ও আকৃষ্ট করেন এবং তাহার আত্মাকে বল-শক্তি দান করেন।

রোযার আর একটি হিকমত ও তাৎপর্য আল্লাহতায়ালা এই শব্দগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন:

لتكبروا الله على ما هداكم و لعلكم تشكرون -

"তোমাদের উপর রোযা এই জন্য ফরয করা হইয়াছে যেন তোমরা আল্লাহতায়ালার মহিমা কীর্তন কর, এইজন্য যে তিনি তোমাদিগকে সত্যপথ দেখাইয়াছেন; এইরূপে যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে পার।" ইহার একটি উপকার তো এই হইল যে সমস্ত দিন পানাহার করার ব্যস্ততা হইতে অবসর পাওয়ার ফলে তোমরা আল্লাহতায়ালাকে অধিক স্মরণ করার সুযোগ পাইবে। দ্বিতীয়, ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করত: তোমাদের অন্তরে কৃতজ্ঞতার প্রেরণা সৃষ্টি হইবে যে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে সমস্ত বৎসর ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কষ্ট হইতে রক্ষা করিয়াছেন!

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ: মোঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী।

"আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর'
এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কুরআন

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছিদ্রান্বেষন ও উপহাস

৫১১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কুধারনা করা হইতে বাঁচ। কারণ, কুধারনা (বদ-জন্নি) ভীষণ রকম মিথ্যা। একে অন্যের আইব বা দোষ ত্রুটির তাকে থাকিবে না। গুপ্তচর বৃত্তি ('ছিদ্রান্বেষণ) করিবে না। কাহারো ভাল গুণ বা কাজকে আপনার প্রতি আরোপ করতঃ আত্মশ্লাঘা করিবে না। 'হাসদ' (ঈর্ষা) করিবে না। শত্রুতা করিবে না। কাহারো প্রতি অমনোযোগীতা ভাবাপন্ন হইবে না। যেমন আল্লাহ্তায়ালা আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার বান্দাহ হইবে এবং পরস্পর ভাই ভাইরূপে বাস করিবে। মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। সে তাহার প্রতি জুলুম (উপদ্রব) করে না। তাহার অবমাননা করে না। তাহাকে তুচ্ছ ভাবে না।" আপন বক্ষের দিকে ইশারা পূর্বক তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : "তকওয়া (ধর্মপরায়ণতা) এখানে, তকওয়া এখানে।" [অর্থাৎ, তাক্ওয়ার স্থান হৃদয়ে]। একজন মানুষের পক্ষে এই অপরাধই যথেষ্ট যে, সে তাহার মুসলমান ভাইকে তহ্কির করে—তাহাকে ছোট করিয়া দেখায়। প্রত্যেক মুসলমানের তিনটি জিনিষ অন্য মুসলমানের জন্য হারাম :

(১) তাহার রক্ত, (২) তাহার আবরু (সম্ভ্রম) এবং (৩) তাহার মাল। আল্লাহতায়ালা তোমাদের দৈহিক সৌন্দর্য দর্শন করেন ন, তোমাদের চেহারা দেখেন না, তোমাদের ধন দৌলত, মাল দেখেন না। বরং তাঁহার নজর তোমাদের দেলের উপর। অন্য এক রেওয়াইতে আছে যে, হুযুর (সাঃ) ফরমাইলেন : "একে অন্যের প্রতি 'হাসদ' করিবে না (পরশ্রীকাতর হইবে না)। তোমার ভ্রাতার প্রতি গুপ্ত-চেষ্টা করিবে না। অন্যের দোষের প্রতি চাহিয়া থাকিও না। একে অন্যের সৌদা নষ্ট করিবে না। আল্লাহ্তায়ালার মুখলিস বান্দা ও ভাই ভাই হও। ['মুসলিম ; 'বাবু তহরীমুয যান ; ২:১৭৭, ১৭৮, ১৭৮ পৃঃ]

৯৭। মিথ্যাবাদিতা, মিথ্যা বলা

৫১২। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বালন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য তাহার এই আলামতই যথেষ্ট যে, সে প্রত্যেক শোনা কথাই লোকের কাছে বলে।" ('মুসলিম ; 'বাবু নাহি আনিল্ হাদিসে বিকুল্লে মা সামেয়া ; ১:৫ পৃঃ)

৫১৩। হযরত আবু বকরহ্ রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আমি কি তোমাদিগকে সব চেয়ে বড় গোনাহ্ কি, বলিব না কি ? আমরা বলিলাম : হুযুর, জারুর বলুন।' তিনি ফরমাইলেন : আল্লাতায়ালার শরীক করিবে না, মাতা-পিতার অবাধ্য হইবে না।" তিনি (সাঃ) বালিসে ঠেক দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। ভাবাবেগে উঠিয়া বসিলেন এবং খুব জোর দিয়া ফরমাইলেন : দেখ, তৃতীয় বড় (গোনাহ্ মিথ্যা কথা বলা। তিনি এই কথা এতবার পুনঃ পুনঃ বলিতে ছিলেন যে, আমরা চাহিতে ছিলাম, যদি হুজুর (সাঃ) খামুশ হইতেন।

('বুখারী ; 'কিতাবুল আদব ; ওকুকুল ওয়ালেদাইন ; ২ঃ৮৮৪ পৃঃ)

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া

৫১৪। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "কোন খিয়ানতকারী (গচ্ছিত ধনোপহারক) পুরুষ কি স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ঠিক নয়। সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ঠিক নয়। সেই পুরুষ বা স্ত্রীলোকেরও নয়, যাহাকে 'হদ্ শরিয়ত অনুসারে ব্যভিচারের শাস্তি' দেওয়া হইয়াছে। প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রুরও নয়। এরূপ ব্যক্তিরও নয়, যাহার মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিজ্ঞতা হইয়াছে। এরূপ ব্যক্তির ও নয়, যাহার জীবিকা নির্বাহ হয় তাহাদের দ্বারা যাহাদের পক্ষে সে সাক্ষী দিতেছে। এরূপ ব্যক্তিরও নয়, যাহার উপর ঐ ব্যক্তির ওয়ারিশ বা আত্মীয় হওয়ার অভিযোগ থাকে, যাহার পক্ষে সে সাক্ষ্য দিতেছে।" ('তিরমিযি ; 'কিতাবুল-শাহাদাত ; ২ঃ৫৩ পৃঃ)

৫১৫। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন্ আস্ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : বড় গোনাহ্ হইতেছে আল্লাহতায়ালার শরীক করা, মাতা-পিতার অবাধ্যতা, কাহাকে অযথা নাহক কতল করা মিথ্যা কসম খাওয়া। অন্য এক রেওয়াতে আছে যে, এক গ্রাম্য ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম -এর খেদমতে হাজির হইয়া নিবেদন করিল : 'হে আল্লাহ্‌য় রসূল (সাঃ)! বড় বড় গোহনা কি ? তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন : আল্লাহ্‌তায়ালার শরীক করা।" সে বলিল : আর কি ? রাবি (বর্ণনাকারী) বলেন : আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'ইয়ামীনুল গামুফ কি ?' তিনি করমাইলেন : "মিথ্যা কসম, যাহার দ্বারা মানুষ কোনো মুসলমানের হক' যা সেত্ব, দাবী বা অধিকারকে নষ্ট করে।

('বুখারী ; কিতাবুল ঈমান ; 'বাবুল্ ইয়ামীনুল গামুস ; ২ঃ৯৮৭ পৃ :)

('হাদিকাতুল সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

কুরআন করীম মানুষকে তাহার প্রকৃতির স্বভাবজ উন্নতির চূড়ান্ত মার্গে পৌঁছায়।

ইহা খোদাতায়ালার সেই কালাম যাহা মানবীয় উৎকর্ষ বিকাশে পুর্ণতা বিধানের পূর্ণতম শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী।

খোদাতায়ালা মানবীয় প্রচেষ্টার উপরে স্বীয় পক্ষ হইতে এক প্রতিফলন ঘটান; তখনই 'হুদাললিল মুত্তাকীন' অনুযায়ী মানুষকে খোদাতায়ালা 'ঈমানী অবস্থা'র স্তর হইতে 'ইরফানী অবস্থা'র স্তরে উপনীত করেন।

'খোদাতায়ালা (সুরা বাকারার শুরুতে বর্ণিত) ঐ আয়াত গুলিতে নাজাত সম্বন্ধে ফয়সালা করিয়া দিয়াছেন। উহা লাভ করা নির্ভর করে একমাত্র এ কথার উপরে যে, মানুষ যেন খোদাতায়ালার কিতাব সমুহে ঈমান আনে এবং তাঁহার বন্দেগী করে। খোদাতায়ালার পবিত্র কালাম কুরআন শরীফে কোন প্রকার স্ব-বিরোধ থাকিতে পারে না। সুতরাং আল্লাহ জাল্লাশানুহু যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পয়রবী ও অনুবর্তিতার সহিত নাজাত বা পরিত্রাণলাভ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তখন আবার এই সকল দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াত হইতে মুখ ফিরাইয়া 'মুতাশাবেহাত' (বহুবিধ অর্থবহ ও রূপক বর্ণনা বিশিষ্ট আয়াত)-এর দিকে ধাবিত হওয়া স্রেফ বেইমানীর পরিচয়। মুতাশাবেহাতের দিকে সেই সকল লোকই ধাবিত হয় যাহাদের অন্তর 'নেফাক' (বা কপটতা)-এর রোগে ব্যাধিগ্রস্থ।

উক্ত আয়াতগুলিতে মা'রেফত বা জ্ঞান-তত্বের যে গুঢ় রহস্যের বিষয় নিহিত আছে তাহা এই যে, আল্লাহতায়ালা উক্ত আয়াতগুলিতে বলিয়াছেন:

الم - ذالك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين

অর্থাৎ, ইহা সেই কিতাব যাহা খোদাতায়ালার জ্ঞান হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এবং তাঁহার জ্ঞান যেহেতু সর্বপ্রকার অজ্ঞানতা ও বিস্মৃতি মুক্ত, সেহেতু এই কিতাবও সর্ব প্রকার সন্দেহ-সংশয় মুক্ত। অধিকন্তু খোদাতায়ালার জ্ঞান যেহেতু মানবীয় উৎকর্ষ

বিকাশে পূর্ণতা বিধানে পূর্ণ ও পরিণত শক্তি রাখে, সেইজন্য এই কিতাব মুত্তাকিনের জন্য এক কামেল হেদায়ত এবং তাহাদিগকে সেই মোকামে পৌঁছায় যাহা মানব প্রকৃতির পর্যায়ক্রমিক উন্নতির শেষ ও চূড়ান্ত মার্গ। খোদাতায়ালা এই আয়াত সমূহে বলিয়াছেন যে, মুত্তাকী সেই সকল ব্যক্তি যাহারা গোপন ও অদৃশ্য খোদার উপর ইমান রাখে, নামাজকে কায়েম করে ও নিজেদের সম্পদের মধ্য হইতে খোদার পথে দান করে এবং কুরআন শরীফ ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনে। তাহারাই হেদায়েতের শিখরে আরোহিত এবং তাহারাই নাজাত পাইবে।"

"মানুষ ঈমান ও আমলে-সালেহ (সময়োপযোগী সৎ-কর্ম) সম্পাদন সত্বেও পূর্ণ ইস্তেকামত (স্থিতিশিল দৃঢ়তা) এবং পূর্ণ উন্নতির মুখাপেক্ষী। উন্নতি বলিতে সেই এবাদত ও ঈমানকে বুঝায় যাহা মানবীয় প্রচেষ্টার শেষ সীমা, এতদ্ব্যতীত সেই অবস্থাবলীর যেন উদ্ভব ঘটে যেগুলি একমাত্র আল্লাহতায়ালার হাত দ্বারাই ঘটা সম্ভব। ইহা সুস্পষ্ট যে, খোদাতায়ালার উপর ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধি ও প্রচেষ্টা শুধু এ সীমা পর্যন্তই লইয়া যাইতে পারে যে, যাঁহার চেহারা পরিলক্ষিত হয় নাই সেই অদৃশ্য ও গোপন খোদার উপরে ঈমান আনা যায়। সেজন্যই শরীয়ত মানুষের উপর তাহার শক্তি ও সামর্থের উর্ধে কোনকিছুর দায়িত্ব চাপাইতে চায় না—ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই উহা মানুষকে তাহার নিজ শক্তিবলে 'ঈমান-বিল-গাইব'-এর উর্ধে 'ঈমান' হাসিল করার জন্য বাধ্য করে না। অবশ্য সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে هدى للمتقين আয়াতে ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তাহারা 'ঈমান-বিল-গাইব'-এর উপরে কায়েম হইয়া যাইবে এবং সেই ক্ষেত্রে যথাসাধ্য প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যতটুকু করা সম্ভব তাহা সম্পাদান করিয়া লইবে, তখন খোদাতায়ালা ঈমানের সেই অবস্থা হইতে 'ইরফান' (প্রত্যক্ষজ্ঞান)-এর অবস্থায় তাহাদিগকে উপনীত করিবেন এবং তাহাদের ঈমানে আর এক রঙ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।

কুরআন শরীফের সত্যতার ইহা এক নিদর্শন যে, যাহারা তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় তাহাদিগকে উহা ঈমান ও আমলের সেই স্তরেই কায়েম রাখিতে চায় না যাহা তাহারা নিজেদের প্রচেষ্টায় আয়ত্ব করে। কেননা তাহাই যদি হয় তাহা হইলে কিরূপে জানা যাইবে যে, খোদা আছেন? বরং তিনি মানবীয় প্রচেষ্টার উপরে এক প্রতিফলন ঘটান যাহার মধ্যে ঐশ্বরিক জ্যোতি এবং খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব বিরাজ করে। যেমন, আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, মানুষ খোদাতায়ালার উপরে ঈমান আনয়নের ব্যাপারে ইহা অপেক্ষা আর বেশী কি করিতে পারে যে, সে গোপন ও অদৃশ্য খোদার উপর ঈমান রাখে—সেই খোদার উপরে, যাঁহার অস্তিত্বের ব্যাপারে এই বিশ্ব-জগতের অনু-পরমানু সাক্ষ্যদান করিতেছে? কিন্তু মানুষের এই শক্তি নাই যে, শুধুমাত্র নিজের পায়ের ভরে, নিজেরই প্রচেষ্টায় এবং নিজরই বাহুবলে খোদাতায়ালার ঐশ্বরিক জ্যোতিসমূহ অবলোকন করে এবং ঈমানী-অবস্থার স্তর হইতে ইরফানী অবস্থার স্তরে উপনীত হইতে পারে এবং প্রত্যক্ষ দর্শনের উচ্চতর অবস্থা নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হয়।" (তফসীর সুর বাকারা, পৃঃ ৭ ও ৮)

'রোজার কল্যাণ অতি মহান'

"কোরআন শরীফের এই একটি মাত্র পবিত্র আয়াত দ্বারাই রমযান মাসের মহাত্ম্য বুঝা যায়ঃ شهر رمضان الذى انزل فيه القران

(অর্থাৎ—'রমযান সেই পবিত্র মাস, যাহার মধ্যে বা সম্বন্ধে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। —অনুবাদক)

সুফিগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে 'কাশফ' (দিব্য দর্শন) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নাফ্‌স" (আত্ম শুদ্ধি) সাধন করে এবং রোজায় "তাজাল্লিয়ে-কলব' (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হয়। তাজকিয়ায়ে নফস বলিতে রিপু দমনের শক্তি বৃদ্ধি বুঝায় এবং তাজাল্লিয়ে-কলব বলিতে—"কাশফ" বা দিব্য দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শনের শক্তি লাভ করাকে বুঝায়। সুতরাং شهر رمضان الذى انزل فيه القران (অর্থৎ, 'রমযান মাসে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে')—পবিত্র আয়াত ইহারই ইঙ্গিত বহন করে।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোজার কল্যাণ অতি মহান। কিন্তু অসুখ-বিসুখ ও রোগ-ব্যধি মানুষকে এই নে'মত ও কল্যাণ লাভ হইতে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে, যৌবনকালে আমি একবার স্বপ্নে দেখিলাম, রোযা রাখা 'আহলে-বাইত' (রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর পবিত্র পরিবার)-এর সুন্নত। আমার (ইমাম মাহদী) সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ (সাঃ আঃ) বলিয়াছেন ঃ سلمان منا اهل البيت (সালমান আমাদের তথা আহ্‌লে বাইতের শামিল)

'সালমান'-এর অর্থ দুইটি صلح সন্ধি বা মীমাংসা—অর্থাৎ এই ব্যক্তির হাত দিয়া দুইটি সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হইবে—এক, আভ্যন্তরীণ (ইসলামের ভিতরকার) বিভেদ নিষ্পত্তি ; দ্বিতীয়, ইসলামের বাহিরে (অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের) বিরোধ নিষ্পত্তি এবং সে তাহার কাজ নম্রতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে করিবে, তরবারির দ্বারা নয়। আমাকে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আমি হযরত হুসাইন (আঃ)-এর ধারায় আদিষ্ট নই বরং হযরত হাসান (আঃ)-এর স্বভাব ও ধারায় প্রতিষ্ঠিত, যিনি যুদ্ধ পরিহার করিয়াছিলেন। ইহাতে বুঝিলাম যে, রোজার দিকে ইঙ্গিত দান করা হইয়াছে। সুতরাং আমি তখন ছয় মাস ব্যাপী রোজা রাখিলাম। সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম, বিভিন্ন জ্যোতির স্তম্ভ সমূহ আকাশের দিকে উঠিতেছে। ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে, সেই সকল আলোক-স্তম্ভ জমীন হইতে আকাশে যাইতেছিল, না আমার 'কলব' (অন্তঃকরণ) হইতে। কিন্তু এসব সাধনা যৌবন কালেই সম্ভবপর ছিল। যদি আমি তখন ইচ্ছা করিতাম, ক্রমাগত চারি বৎসর রোজা রাখিতে পারিতাম।...খোদাতায়ালার আহকাম দুই ভাগে বিভক্ত। এক, মালী (আর্থিক) ইবাদত। দ্বিতীয়, কায়িক ইবাদত। মালী

ইবাদত তো সেই ব্যক্তির পক্ষেই পালন করা সম্ভব হয়, যাহার নিকট মাল আছে এবং যাহার কাছে মাল নাই সে অপারগ ও ক্ষমার্হ, এবং দৈহিক ইবাদতও মানুষ যৌবন কালেই পূর্ণরূপে পালনে সক্ষম হয়। নতুবা ষাট বৎসর যখন পার হইয়া যায়, যখন বিভিন্ন রকম রোগ-ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যেমন, চোখ দিয়া পানি ঝড়া ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে। ইহা ঠিক কথা যে বার্ধক্য শত রোগের বাসা। মানুষ যৌবনকালে যাহা (সাধনা) করিয়া লয়, তাহারই বরকত ও কল্যাণ সে বৃদ্ধকালেও প্রাপ্ত হয় এবং যে ব্যক্তি যৌবনকালে কিছু করে না, তাহাকে বৃদ্ধকালেও শত রকম দুঃখ-কষ্ট পোহাইতে হয়। কবির কথায় 'শুভ্রকেশ মৃত্যুর সংবাদ বাহক'।

মানুষের কর্তব্য ইহাই, সে যেন যথাসাধ্য খোদাতায়ালার নির্ধারিত ফরজসমূহ পালন করে। রোজা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন ان تصوموا خير لكم অর্থাৎ যদি তোমরা রোজা রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণ জনক।"

(বদর, ১ম খণ্ড, সংখ্যা ৭ম, পৃঃ ৫২, তাং ১২ই ডিসেম্বর, ১৯০২ইং)

রোজার পূর্ণ কল্যাণ লাভের উপায়

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নহে, বরং ইহার একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায়, ততই তাহার আত্মশুদ্ধি এবং 'কাশফী তাকত' বা দিব্য-দর্শন শক্তি সমূহ বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে, একটি খাদ্যকে কম করিয়া অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারকে সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য। খোদাতায়ালার যিক্‌র বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য ইহাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যাহা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে ব্যক্তি শুধু খোদার জন্যই রোযা রাখে, এবং আচার-অনুষ্ঠানের রোযা রাখে না, তাহার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহর হাম্‌দ ('আল-হামদুলিল্লাহ' বলা), তসবীহ, 'সুবহানাল্লাহ' বলা) এবং তাহলীলের ('লা-ইলাহা ইল্লা' বলা) (আল্লাহর তৌহিদ ঘোষণার) মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাহাতে তাহার দ্বিতীয় খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।"

(আল-হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭)

অনুবাদঃ মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

সব রকত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলায়হে
ওসাল্লাম হইতে। [ইলহাম—হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)]

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[২২শে নভেম্বর ১৯৭৪ ইং সনে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

কুরআন করীম বুঝা এবং শিখা জরুরী, সেজন্যই আমি বলিয়াছি যে আমাদের কোন ছেলে-মেয়ে যেন মেট্রিকের কমে শিক্ষিত না থাকে।

আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় শ্রেণীর জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর কোন দূরত্ব বা বৈষম্য নাই; কুরআন করীমে উভয়ের ক্ষেত্রে 'আয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তফসীরে সগীর, মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তফসীর এবং অন্যান্য প্রামাণ্য তফসীরসমূহ নিজেরা পড়ুন এবং ছেলে-মেয়েদিগকে পড়ান।

প্রতিটি আহমদীর বুঝা উচিত যে, সে কোন আন্দোলনের সহিত সম্বন্ধ রাখে, সে কে ও তাহার দায়িত্বাবলী কি এবং তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি?

আমার বহির্দেশে যাওয়ার এরাদা আছে। দোওয়া করুন যেন এই সফর সাফল্য-মণ্ডিত হয় এবং আমরা জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, সকল প্রকারের কল্যাণ কুরআন করীমেই নিহিত রহিয়াছে।

তাশাহুদ, তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস বলেন:

কিডনী সংক্রান্ত ব্যাধি বেশ দীর্ঘদিন যাবৎ চলিতেছে। ২৫শে মে তারিখে আমি অসুস্থ হইয়াছিলাম। তারপর কিছু আরও জটিলতার সৃষ্টি হইলে এ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ত্যাগ করিতে হয়। তারপর আমি এখানে আসিলাম। ডঃ মাহমুদুল হাসান সাহেব অনেকগুলি টেষ্ট গ্রহণের পর আর একটি ঔষধ ধার্য করিয়াছেন। উহার চারি সপ্তাহের কোর্স দুই তিন দিন পূর্বে—বিগত মঙ্গলবার শেষ হইয়াছে।

রোগ দুর্বলতার সৃষ্টি করে। রোগের আধুনিক চিকিৎসা মানুষকে অধিকতর দুর্বল করে। উক্ত সময়ে নিজের কতকগুলি ভুলের জন্য আমার সুগারও বাড়িয়া গিয়াছে। এখনও আয়ত্বে আসে নাই। ইতিমধ্যে গরমও উপশর্গের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে দুইবার কর্মরত অবস্থায় হীট-ষ্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পর হইতে গরম আমার জন্য রোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মোট কথা, আজ আমি দীর্ঘদিন পর নিজ'নতায় তথা আপনাদের নিকট হইতে দূরে থাকায়

বিরক্তিবোধ করিয়া খোৎবা দেওয়ার জন্য চলিয়া আসিয়াছি। আসার সময়েও দুর্বলতা এরূপ বোধ হইতেছিল যে আমি চিন্তায় পড়িয়া গিয়াছিলাম, যাইব কি যাইব না। তারপর ভাবিলাম, যাওয়াই উচিত কেননা অনেক দিন যাবৎ সাক্ষাৎ হয় নাই, জামাতের সঙ্গে মিলন ঘটে নাই। এই মিলন বা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়রূপে ঘটিয়া থাকে কেননা খোৎবা যখন ছাপিয়া যায়, তাহাতে সমস্ত জামাত জানিতে পারে।

একে তো বন্ধুগণ দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন শীঘ্র আরোগ্য দান করেন যাহাতে সুস্থ শরীরে নির্বিঘ্নে আমি আমার পূর্ণ কার্য সম্পাদনে সক্ষম থাকি। এই অসুখের সময়ে এমন অবস্থাও আসিয়াছিল যে, আমি ডাক দেখিতে পারিতাম না, ফলে এক পর্যায়ে বহু ডাক জমিয়া গেল। তারপর রাবওয়া থাকিতে আমি চিন্তা করিলাম, এই ধারায় তো ব্যাপার অনেক কঠিন হইয়া পড়িবে। তখন আমি দুই রাত্রে দুই ঘটিকা ও আড়াই ঘটিকা পর্যন্ত কাজ করিয়া সমস্ত ডাক বাহির করিয়া দেই। আমি যখন এখানে আসিলাম তখন ডাক দেখার সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইয়াছিল। রাতেও কাজ করিয়াছি, দিনেও করিয়াছি কিন্তু চতুর্থ দিনে অতিরিক্ত কাজ করার ফলে আমার অবস্থা এরূপ হইয়া যায় যে একটি কাগজ স্পর্শ করিতেও মনে চাইতেছিল না।

মোট কথা, আল্লাহতায়ালাই সামর্থ দান করেন। পরীক্ষায়ও ফেলেন। তিনি যাহা করেন তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট। অভিযোগ তো কখনও করিতে পারিই না। অগণিত নেয়ামত দানকারী ও পরম অনুগ্রহকারী খোদার প্রতি অভিযোগ করা নিতান্ত বোকামী বই আর কি বা হইতে পারে! যদি মানুষ নিজের ভুলের দরুন কষ্টে পড়ে, তাহা হইলে তাহার নিজের প্রতিই অভিযোগ হওয়া উচিত, খোদাতায়ালার প্রতি নয়। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, মানুষ যখন নিজেরই ভুলের কারণে অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং সে নিজ চেষ্টায় ও কৌশলে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না, তখন তিনিই وَهُوَ يَشْفِيْنِ তাহাকে আরোগ্য করেন।

আল্লাহতায়ালার দ্বারা মানুষ যে আরোগ্য লাভ করে তাহা দুই প্রকারে ঘটিয়া থাকে। একটি উপায় তো এই যে, আল্লাহতায়ালার কুদরতের হস্তে তৈরী ঔষধ-পত্রের সঠিক ব্যবহার বা প্রয়োগ করা। আর উহার সঙ্গেই খোদা নির্দেশ দান করেন ঔষধের প্রতি ক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য, এবং মানবদেহের সকল অনুপরমাণুর প্রতিও তিনি আদেশ দেন সেই ঔষধের ক্রিয়াকে গ্রহণ করার জন্য। তখনই আরোগ্য লাভ হয়। ইহা এক নিজাম বা সুসংহত ব্যবস্থা। আর দ্বিতীয় উপায় হইল খালিস দোওয়ার মাধ্যমে। ইহাতে পার্থিব চেষ্টা বা কৌশল শুধু এক আবরণ স্বরূপ থাকে অন্যথা উহাতে কিছুই যায় আসে না।

একবার, অনেক দিনের কথা, হযরত মীর্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রাঃ)-এর মহল্লায় এক যুবক রাত্রি দুই ঘটিকায় মৎসের ন্যায় ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভীষণ তীব্র পেট বেদনা উঠিয়া ছিল। সমস্ত মহল্লাবাসীকে সে চিল্লা-চিৎকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিল। একজন

যুবক হিসাবে তাহার আওয়াজও ছিল উঁচু। অত্যন্ত জোরে-শোরে সে চীৎকার আরম্ভ করিয়া ছিল। হযরত মীর্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেব তাহার নিকট গেলেন। এদিকে ডাক্তার আনার জন্য মানুষ পাঠাইয়া দিলেন, আর অন্য দিকে নিজে খালি কাগজের একটি পুড়িয়া তৈরী করিলেন। পানি আনাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, মুখ খুলো। নিজ হাতে তাহার মুখের মধ্যে সেই পুড়িয়া রাখিয়া পানির দ্বারা উহা খাওয়াইলেন যাহাতে সে ইহা অনুভব করিতে না পারে যে সে কাগজ যাইতেছে। এমনি ধারায় সে সুস্থ হইয়া যায়। ডাক্তার পৌঁছাইবার পূর্বেই তাহার ব্যাথা নিরাময় হইয়া ছিল। সুতরাং ইহা হইল দোওয়া, যাহার মধ্যে জড় জিনিসেরও আবরণ থাকে। হয়ত সেই কাগজের সূক্ষ্ম অংশগুলির মধ্যে আল্লাহতায়ালা আরোগ্যের উপকরণ রাখিয়াছিলেন।

মোট কথা আমি এখন বলিতে চাই যে, বন্ধুগণ খুব বেশী দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা শেফা দেন এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় খেদমতের সুযোগ ও সমর্থ দান করেন, আমাকেও এবং আপনাদিগকেও।

দ্বিতীয়তঃ আমি বলিতে চাই যে, এবৎসর আমি বহির্দেশে যাওয়ার এরাদা করিয়াছি। দোওয়া করুন যেন এই সফর এই অর্থে সাফল্য মণ্ডিত হয়, যেরূপ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে নুতনভাবে পুণরায় জানান হইয়াছে যে, الخير كله فى القران প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও সুখকর অবস্থার উপকরণ কুরআন শরীফেই নিহিত রহিয়াছে। উহা হইতে তাহা গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং যখন আমরা বিদেশে যাইব, তখন জগতকে যেন আমরা উহা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সফলকাম হই এবং অন্ততঃ উহার একাংশের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগাইয়া দিতে পারি যে, তাহারা যেন এদিক-ওদিকের চেষ্টা কৌশলের পরিবর্তে কুরআন শরীফের দিকে মনোযোগী হয়। জগৎ আজ কুরআন করীমের মাহাত্ম্য বুঝে না। জগদ্বাসী নিজেদের যে সকল সমস্যার সমাধান নিজেদের তদ্বির দ্বারা করিতে পারে নাই সেগুলির সমাধান তাহারা যেন কুরআন করীম হইতে গ্রহণ করিতে সচেষ্ট হয়।

আমাদিগকে বলা হইয়াছে : كل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক প্রকারের কল্যাণ ও বরকত হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতেই মানুষ পাইতে পারে।'

কুরআন করীম একটি শিক্ষ ; উহা বুঝার ক্ষেত্রে মানুষ সঠিক পদক্ষেপও গ্রহণ করিতে পারে, আবার ভুলও করিতে পারে কিন্তু যিনি সহি উপলব্ধি করিয়াছেন, বিন্দুমাত্রও ভুল করেন নাই, এবং যাঁহার পক্ষে ভুল করিবার সম্ভাবনাও অবকাশই ছিল না, তিনি হইলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনি যেরূপে কুরআনকে বুঝিয়াছেন এবং তদনুযায়ী উহার আদর্শ ও নমুনা পেশ করিয়াছেন সেই পবিত্র ও পরিণত আদর্শ অনুসারে চলিবার সামর্থ আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে দান করুন। ইহার জন্য জ্ঞানের আবশ্যক, অর্থাৎ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের ঘটনা ও অবস্থাবলী অধ্যয়ন ও সে সম্বন্ধে তাহাদের

জ্ঞান আহরণ করা। তাহাদের অন্তরে মোহম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বত ও ভালবাসা সৃষ্টি হওয়া জরুরী। আর তৃতীয়তঃ তাহাদের জন্য জরুরী এই যে, তাহাদের অন্তরে যেন প্রেরণা, উদ্দীপনা ও এক উন্মাদনার সৃষ্টি হয়, যাহাতে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহার রবের সন্তুষ্টির জান্নাতসমুহ লাভ করিয়াছেন, আমরাও যেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরনে সেই সকল পথে চলিতে পারি যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ার সন্তুষ্টি আমাদের হাসিল হয়।

উক্ত উদ্দেশ্যেই আমি 'শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা' ('তালীমি মনসুবা') জামাতের সামনে পেশ করিয়াছি। কুরআন করীমকে বুঝা এবং শিখা জরুরী। কেননা الخير كله فى القران ('সকল কল্যাণ কুরআনেই নিহীত')। কতক লোক মনে করেন যে, শুধু রুহানী তত্ত্বই কুরআন করীমে আছে এবং শুধু তাহাই কুরআন হইতে আহরণ করা যায়। অর্থাৎ তাহারা মনে করে, পার্থিব জীবন এবং রুহানী জীবন একটি অপরটি হইতে পৃথক এবং এতদউভয়ের মধ্যে এত দুরত্ব ও ব্যবধান রহিয়াছে যে, একটি শিখার জন্য আর একটি জানা জরুরী নয়। বস্তুতঃ কুরআন করীম শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আয়াত (آية) শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। ইহা آيات এর বহুবচন। এ শব্দটি হযরত নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মো'জেযা সমুহের ক্ষেত্রেও এবং অন্যান্য নবীগণের মো'জেযা সমুহের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং কুরআন করীমের প্রতিটি মহান শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন, প্রত্যেক মানুষের মুখেই প্রায়ই সচারাচর শুনা যায় যে, কুরআন করীমের আয়াত, অমুক সুরার এতগুলি আয়াত, কিম্বা অমুক সুরার অমুক আয়াতে ইহা লিখা আছে। তেমনিভাবে কুরআন করীম এই জড় জগতের প্রতিটি পরিবর্তনকে আয়াত বলিয়াই অভিহিত করিয়াছে। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলেন:

ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لايات

—'এই যে দিবারাতের পারস্পারিক সম্পর্ক এবং সূর্য ও চন্দ্রের ঘুর্ণনগত বিভিন্ন দিক ও পরিবর্তন, উহাদের মধ্যে ব্যবধান এবং উহাদের গতিবিধি—এ সবকিছুই 'আয়াত'। এতদসংক্রান্ত জ্ঞান 'দ্বীনি বা ধর্মীয় জ্ঞান' নয়, আর শুধু পার্থিব জ্ঞানও নয়। উহা জাগতিক জ্ঞান বটে, কিন্তু রুহানিয়তের বুনিয়াদ উহার উপরে স্থাপিত, এবং এসকল জ্ঞান আহরণের পর একজন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির পক্ষে খোদাতায়ালার মাহাত্ম্য ও মহিমা এবং তাঁহার জালাল সম্বন্ধে একজন নাস্তিকের পক্ষে যতটুকু জ্ঞান হাসিল হওয়া সম্ভব নয় তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাসিল হইতে পারে।

সুতরাং আমি বলিয়াছি, কুরআন পড়ুন, তফসীরে সগীর নিজেদের কাছে রাখুন, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর তফসীর এবং অন্যান্য সকল প্রামাণ্য তফসীরও নিজেদের নিকট রাখুন। সেগুলি নিজেরা পড়ুন, ছেলে-মেয়েদিগকে পড়ান, এবং তাহাদিগকে সেগুলি পড়িতে অভ্যস্ত করুন। সেই যে আমাদের গৃহকর্তীরা আছেন তাহাদিগকেও বহুবার জাগাইতে হয়, তবেই তাহারা সঠিকভাবে (এ সম্প্রকিত) দায়িত্ব পালন করিতে থাকেন। অন্যথা অসল ও উদাসীন হইয়া পড়েন। এমনি ধারায় আমি কুরআন করীমকে বুঝিয়া

পাঠ করার উদ্দেশ্যেই বলিয়াছি যে, আমাদের কোন ছেলে-মেয়ে যেন মেট্রিকের কমে শিক্ষিত না থাকে। আমার জেহেনে এই ছিল যে, আমাদের জামাতের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যেন কুরআন করীম শিখার ক্ষেত্রে মেট্রিক মানসম্পন্ন মস্তিষ্কের কম মেধা সম্পন্ন কেহ না থাকে। অর্থাৎ মেট্রিক মানের মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে ঐ পরিমাণ জ্ঞান অর্জনের পর যতটুকু আলোর সৃষ্টি হইবে, ততটুকু আলো অন্ততঃ আমাদের প্রতিটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে থাকা উচিত যাহাতে কুরআন করীমের কতক জলওয়া ও জ্যোতির্বিকাশ তাহাদের মস্তিষ্কও যেন গ্রহণ করিতে পারে। তেমনি আমি বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহতায়ালা যে সকল মস্তিষ্ককে জড়জগত সম্পর্কিত তাঁহার 'আয়াত' উপলব্ধি করিবার এবং সেগুলির প্রয়োগ ও প্রতিপাদনের মাধ্যমে মানবজাতির হিতসাধনের শক্তি নিচয় দান করিয়াছেন সেইরূপ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তিগণকে এমন কোন অবস্থা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া বাধাগ্রস্ত ও নিশ্চল না হইতে হয় যেমন তাহাদের নিকট বা তাহাদের পরিবারের নিকট তাহাদের লেখা-পড়া অব্যহত রাখার ও সম্পন্ন করার সামর্থ্য নাই : এমতাবস্থায় তাহাদের পড়াইবার দায়িত্ব যেন জামাত বহণ করে। উক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে আমি প্রীতির দ্বারা প্রীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলাম যে, আমি নিজ দস্তখত সহ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পত্র লিখিব। (দস্তখত যুক্ত পত্রগুলি ছাপাইবার দায়িত্ব যাহার উপরে ন্যাস্ত করা হইয়াছিল তিনি দেরী করিয়া দিয়াছেন এবং সেগুলি মুদ্রিত হইয়া এখনও পৌছায় নাই। ইহার জন্য আমি দুঃখীত। চেষ্টা করিব যাহাতে সফরের পূর্বেই যেন ছেলে-মেয়েদের নিকট সেই চিঠিগুলি চলিয়া যায়।)

কিন্তু আমার যে অনুমান উহার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনুভব করিতেছি যে, আমার ঐ আদেশ মোতাবেক, আমার সেই খায়েশকে পুরা করার জন্য পাকিস্তানের জামাত সমূহের যে পরিমাণ চেষ্টা করা উচিত ছিল তাহারা উহার দশম অংশও করেন নাই। অথবা এপর্যন্ত তাহাদের চেষ্টার ফল উহার সামান্য কিছু বেশী হইতে পারে। কেননা আমার অনুমান এই যে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এক লক্ষের অধিক শিক্ষারত (বা শিক্ষা গ্রহণযোগ্য) ছেলে-মেয়ে দান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট এ পর্যন্ত যতগুলি পত্র আসিয়াছে সেগুলি মাত্র চৌদ্দ-পনর হাজার। এখানে রাওয়ালপিণ্ডিতে ওহুদোদরগণ আমাকে বলিয়া ছিলেন যে, তাঁহাদের তালিকা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে। যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, কতজন? তখন বলিলেন, সাড়ে সাত শত। আমি বলিলাম, আমার অনুমান অনুযায়ী সংখ্যা হাজারের উর্ধে যাওয়া উচিত। যখন আমি বিগত বার এখানে আপনাদের নিকট আসিয়া ছিলাম তখন তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম, আমি তিন দিনের সময় দিতেছি, আপনারা চেষ্টা করুন। তিন দিন পর তাঁহারা আসলেন, তখন সংখ্যা সাড়ে তিনশত হইতে সাড়ে সাত শতে দাঁড়াইয়া ছিল। আমি বলিলাম এখনও কম আছে, আরও চেষ্টা করুন। এযাবৎ যদিও তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাই নাই কিন্তু কেহ আমাকে বলিয়াছেন যে, সংখ্যা আট শতের উপরে উঠিয়াছে এবং এখন তাঁহারা আশা করিতেছেন যে, আমার কথা অনুযায়ী সংখ্যা এক হাজারের উপরে যাইবে।

এগুলি সামান্য কথা নয় আপনাদের জামাতী জীবনের ক্ষেত্রে। এই জামানায় যেহেতু ইসলামের প্রাধান্যবিস্তার স্বীয় প্রেম, দীপ্তি, সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং কল্যাণ সহকারে সারা বিশ্বের মানবজাতির জন্য নির্ধারিত হইয়াছে, সেইহেতু উহার ক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ের বিরাট ভূমিকা রহিয়াছে।

সুতরাং উক্ত বিষয় গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করুন। প্রথমে তো প্রত্যেক আহমদীকে বুঝিতে হইবে যে, সে কোন আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত? তাহার জীবনের উদ্দেশ্য কি? সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাকে কি করিতে হইবে? কর্তব্য পালনের প্রশ্ন উদ্দেশ্যের মহত্বের সহিত জড়িত। যদি কিছু তিলে-খাজা বাজার হইতে কেনা কাহারো উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে খরচের জন্য কয়েকটি পয়সাই যথেষ্ট. কিন্তু যদি ইসলামাবাদে গৃহ নির্মাণ করা তাহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে। যদি কাহাকেও দুই ফার্লং সফর করিতে হয় তাহার এক পয়সারও প্রয়োজন নাই; তাহাকে দুই ফার্লং চলিতে হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তিকে জমীন হইতে উঠিয়া আসমানের উচ্চ স্তর সমূহে যাইয়া খোদাতায়ালার প্রেম ও ভালবাসা লাভ করিতে হইবে, তাহার অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহাকে অনেক সফর অতিক্রম করিতে হইবে। বহু দীর্ঘ পথ! আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বুঝিবার শক্তি দিন। আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রচেষ্টার বরকত দিন। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে আমাদের জিম্মাদারী সমূহ উপলব্ধি করার তওফিক দিন। আল্লাহতায়ালা আমাকেও এবং আপনাদিগকেও (যাহারা আপনাদের মধ্যে অসুস্থ) আরোগ্য দান করুন, সুস্থ রাখুন এবং আমাদের অন্তরে এই প্রেম এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যে এই স্পৃহা ও প্রেরণা সদা কায়েম থাকুক যে মানবজাতিকে ধ্বংসের কবল হইতে বাঁচাইতে হইবে এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে তাহাদিগকে আনিয়া সমবেত করিতে হইবে। (আল-ফজল, ৭ই জুন, ১৯৮০ইং)

অনুবাদঃ মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, ঢাকা।

একটি জরুরী এলান

লাজনা ও নাসেরাতের বার্ষিক বাজেট প্রেরণ

বাংলাদেশের সকল লাজনা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট সাহেবানদের প্রতি অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন গত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরের নিজ নিজ লাজনা ও নাসরাতের বার্ষিক বাজেট কেন্দ্রীয় লাজনার প্রেসিডেন্ট সাহেবার নিকট জুলাই ১৯৮০ ইং-এর মধ্যেই পাঠাইয়া দেন।

সেক্রেটারী

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ, ঢাকা।

বিদেশ যাত্রার পূর্বে জামাতের প্রতি হুজুরের উপদেশ

আমার বিদেশ সফরে থাকা কালীন আপনারা পরস্পর প্রীতি ও মহব্বতের সহিত বাস করিবেন।

ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের উদ্দেশ্যে যদি নিজের হক ও অধিকারও ত্যাগ করিতে হয়, তথাপি অবশ্য তাহা ত্যাগ করিবে।

রাবওয়া, ১৩ই জুন, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আই:) রাবওয়ার অধিবাসীদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করেন যে, বিদেশ সফরের কারণে হুজুরের অনুপস্থিত-কালে তাঁহারা যেন পরস্পর পেয়ার ও মহব্বতের সহিত বাস করেন। হুজুর আজ এখানে জুমার খোৎবায় বলেন : আল্লাহতায়ালার তওফিক ও সামর্থদানে এ বৎসর আমি বিদেশ সফরে যাওয়ার এরাদা রাখি। হুজুর রাবওয়াবাসীদিগকে তাহাদের দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক উপদেশ করেন যে, কখনও পরস্পর বিবাদ করিবে না। একে অন্যের সহিত কথা বলিতে প্রথমেই সালামের দ্বারা আরম্ভ করিবে। কাহারও হক মারিবে না। ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য নিজের হক অধিকারও যদি ত্যাগ করিতে হয় তথাপি অবশ্য তাহা ত্যাগ করিবে। কেননা আসল দাতা আল্লাহতায়ালা। তিনি যখন দিতে আরম্ভ করেন তখন উহাকে আয়ত্ব করা যায় না। এরূপ বেশামাল দান তিনি ব্যক্তিকেও করেন এবং জামাতকেও করেন। হুজুর জামাতের উপর আল্লাহতায়ালার এরূপ বরকত বর্ষণ প্রসঙ্গে 'নুসরত জাহান লিপ সরওয়ার্ড' স্কীম'-এর দৃষ্টান্ত দেন। হুজুর বলেন যে, জামাত আল্লাহতায়ালার সমীপে অতি পেয়ার ও নিষ্ঠার সহিত ৫৩ লাখ টাকার উর্ধে কুরবানী পেশ করিয়াছিল। আল্লাহ তায়ালা উহাতে এত বরকত নাজেল করেন যে, এবৎসর পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে যেখানে উক্ত স্কীম জারী করা হইয়াছিল, 'নুসরত জাহান স্কীমে'র বাৎসরিক বাজেট ৪ কোটি টাকায় পৌঁছিয়াছে। হুজুর বলেন, ৫৩ লক্ষ টাকা এত মহান উদ্দেশ্যের চাহিদা অনুযায়ী কিছুই নয়। এই টাকা দিয়া আমরা পিপিলিকার গতিতেও অগ্রসর হইতে পারি না। কিন্তু খোদাতায়ালার তো টাকা-পয়সার প্রয়োজন নাই : তিনি মানব হৃদয়ে পেয়ার ও নিষ্ঠার উচ্ছাস দেখেন এবং তদনুযায়ী তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হুজুর বলেন, রাবওয়ার পরিবেশকে প্রেম ও ভালবাসাপূর্ণ রাখা উহার প্রত্যেক অধিবাসীর কর্তব্য হইবে। এই পরিবেশ যেন সর্বপ্রকার দুঃখ-বেদনা নিরসনকারী হয়, সুখ-স্বচ্ছন্দের উপকরণ ও আনন্দ উদপাদণকারী হয়।

হুজুর দোওয়া করেন যেন প্রত্যেক আহমদী মুসলমান হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণকারী হয়, এবং আমরা যেন এরূপ যোগ্যতা লাভ করি, যাহাতে জগৎ আমাদের অনুসরণ ও অনুকরণে খোদাতায়ালার ফজল ও রহমতকে ঠিক সেইভাবে হাসিল করায় চেষ্টিত হয় যেভাবে আমরা আমাদের রবের নিকট হইতে সতত পূর্ণ কল্যাণ লাভে সদা যত্নবান থাকি।" [দৈনিক আল-ফজল, ১৬ই জুন ১৯৮০ ইং]

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫১)

(৩) খৃষ্টান তর্কবাগীশ আব্দুল্লাহ আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

খ্রীষ্টান আব্দুল্লাহ আথম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি সাধারণভাবে সকল খৃষ্টানের জন্য এবং বিশেষ করে ভারতীয় খৃষ্টানদের জন্য একটি নিদর্শন হিসাবে প্রকাশিত হয়ে ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণীর বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, মহাশক্তিশালী, সত্য এবং জীবন্ত খোদা সর্বদা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির স্বপক্ষে থাকলে এবং তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তির শত্রুদের সঙ্গে সেভাবেই ব্যবহার করেন, যেভাবে তাদের মানসিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং যতখানি তাদের প্রাপ্য। আব্দুল্লাহ আথম ছিলেন একজন ভারতীয় খ্রীষ্টান। তিনি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাঁর সামাজিক উচ্চ মর্যাদা ছিল এবং তদানীন্তন ভারতের শাসক তথা ইংরেজ মহলে তার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল।

সেই সময় খ্রীষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের উপর অকথ্য আক্রমণ পরিচালনা করেছিল, বিশেষ করে তারা সেই সকল বিষয়ের ভিত্তিতে এ ধরণের আক্রমণ চালাতো যে বিষয়গুলো কালক্রমে ভ্রান্তি ও কুসংস্কার রূপে মুসলিম সমাজে এবং কতকগুলো ভ্রান্ত হাদীসের বর্ণনা রূপে ইসলামী সাহিত্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। সমসাময়িক কালে ইসলামের বিরুদ্ধে মারাত্মক ভাবে কুৎসা-রটনাকারীদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন আব্দুল্লাহ আথম।

ঘটনাক্রমে আব্দুল্লাহ আথম এবং হযরত মীর্যা সাহেবের মধ্যে ১৫ দিনব্যাপী একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিতর্ক সভা ছিল খ্রীষ্ট-ধর্ম ও ইসলাম সম্পর্কে। বিতর্কের সময় 'মোজেযা' সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলতঃ আল্লাহতা'লা এই ঘটনার মধ্যেও একটি মোজেযার প্রকাশ করেন। হযরত মীর্যা সাহেব বিতর্কের শেষ লেখায় একটি সদ্যপ্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বানীর উল্লেখ করেন। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে নিম্নোক্ত বিষয়টি বর্ণিত ছিল : যে দলটি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা অনুসরণ করেছে, সত্য খোদাকে পরিহার করেছে এবং আল্লাহ্‌কে একটি সাধারণ মানুষের পর্যায়ে অবনমিত করতে প্রয়াস পেয়েছে, সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে ; তবে শর্ত এই যে এই পরিণতি ঘটবে', যদি সেই দলটি তার চরম অবস্থান থেকে বিন্দুমাত্র পশ্চাদাপসারণ না করে।" এই ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এই ঘোষনাও হযরত মীর্যা সাহেবের ঐ লেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার দ্বারা পবিত্র রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সত্যতা প্রমাণিত হবে যে পবিত্র রসুলকে আব্দুল্লাহ আথম ধৃষ্টতামূলক ভাবে 'দাজ্জাল' (মিথ্যুক) বলে অভিহিত করেছিল।

হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর দুটো অংশ ছিল ঃ

(ক) পনেরো মাসের মধ্যে আব্দুল্লাহ আথম চরম শাস্তি লাভ করবে যদি সে ইচ্ছাকৃত সত্যকে ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করতে থাকে ;

(খ) যদি সে অনুতপ্ত হয় এবং তার ভুল বুঝতে পারে তাহ'লে সে উক্ত শাস্তি হতে অন্তত ১৫ মাস নিরাপদ থাকবে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ভবিষ্যদ্বাণীর মূল বক্তব্য এই ছিল যে, যদি আব্দুল্লাহ আথম অন্যায়ভাবে সত্যকে প্রত্যাখান করতে থাকে এবং এতদ্বসত্বেও কোন শাস্তি না পায়, তাহ'লে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে যদি আব্দুল্লাহ আথম অন্যায় ভ বে সত্যকে প্রত্যাখানের পথ এবং কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকা সত্বেও কোন প্রকার অবমাননাকর শাস্তি বা মৃত্যুর সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রেও ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা বলে পরিগণিত হবে।

বস্তুতঃ ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় বিষয়টি অধিকতর কঠিন ছিল। কারণ আব্দুল্লাহ আথমের পক্ষে সত্যকে অস্বীকার করা এবং শত্রুতায় বাড়াবাড়ি করতে থাকাই অধিকতর স্বাভাবিক ছিল। তিনি বহুকাল ধরে এরূপ কাজেরই লোক ছিলেন এবং তার বন্ধু-বান্ধব ও অনুসারীগণের আশা এইরূপই ছিল যে তার ভূমিকা পূর্বৎ চালু থাকবে। কারো পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন ছিল যে এক মুহূর্ত্তের জন্য আব্দুল্লাহ আযম যীশুর ঈশ্বরত্বের উপর বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে অথবা ইসলামী শিক্ষার মোযেযা পূর্ণ শক্তির বিকাশ দেখে অভিভূত হয়ে যাবে। তার উপরে যাহার একথা বলাও খুব সহজ ছিল না যে, এরূপ ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ আযম চরম শাস্তি অথবা মৃত্যু থেকে অন্ততঃ ১৫ মাস নিরাপদে বেঁচে থাকবে। কারণ তখন আব্দুল্লাহ আযমের বয়স ছিল ৬৫ বৎসর যখন তার জীবনের স্বাভাবিক জীবন সীমা পৌঁছে গিয়েছিল বলে বলা চলে।

আযমের মত মানুষের পক্ষে কোন অবস্থাতে ইসলাম বিরোধী মনোভাব থেকে প্রত্যাবর্তন করা অচিন্তনীয় বিষয় ছিল। এবং ইসলামের বিরোধীতায় অগ্রগামী হওয়াই তারপক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া ৬৫ বছর বয়সে আরো বেঁচে থাকার গ্যারান্টি দেওয়া খুবই কঠিন বিষয় ছিল।

অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহতায়ালা উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় বিষয়টি পূর্ণ করে-ছেন। কেননা আবদুল্লাহ আথম অতীতের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অন্যরকম থাকা সত্বেও উক্ত ভবিষ্যদ্বানীর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তার এই অবস্থার প্রথম চিহ্ন এই ছিল যে. ভবিষ্যদ্বাণীটি শুনার পর তিনি অনুশোচনার সঙ্গে কানে আঙ্গুল দেন এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) কে কখনও দাজ্জাল বলে ঘোষণা করার কথা অস্বীকার করেন। এ ছাড়া আরো অনেকগুলো চিহ্ন দেখা দিতে লাগলো। খৃষ্ট ধর্মের স্বপক্ষে আথমের বক্তৃতা এবং লেখা বন্ধ হলো অর্থাৎ নিশ্চয়ই ইসলামী শিক্ষা তার উপর কিছু রেখাপাত করেছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে বিরোধিতা করার জন্য আথম নিজেকে ক্রমান্বয়ে আপরাধী

বলে ভাবতে লাগলো। তার চোখের সামনে নানা প্রকার কাল্পনিক দৃশ্য ভাসতে লাগলো এবং এই সকল বিষয়ে বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের লোকজনকেও সে বলেছিল। সে নানা ধরনের দিব্য স্বপ্নে সাপ, পাগলা কুকুর, অস্ত্রধারী মানুষ তাকে মেরে ফেলতে আসছে দেখতে লাগল। এই ধরনের অভিজ্ঞতা ইচ্ছাকৃত ভাবে সাজানো যায় না। আথম যদি নিশ্চিত হতো যে, সে সত্যের পক্ষে আছে এবং খোদা তারই সঙ্গে আছেন, তাহ'লে সে যেভাবে দুর্ভোগ ভুগেছে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফলতঃ তার মনে যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের সৃষ্টি হতে থাকে এবং ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে একটি ভিন্ন ধারনার সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ পূর্বের ধ্যান-ধারনা এবং কার্যধারা থেকে আব্দুল্লাহ আথম পশ্চাদাপসরণ করে। এর ফলে আল্লাহতা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আসন্ন মৃত্যু এবং অপমানজনক পরিণতি থেকে আথম বেঁচে যায় যদিও ভয়-ভীতি এবং অপরাধকারী মানসিকতা তাকে ঐরূপ চরম পরিণতির সন্নিকটবর্তী করেছিল। পূর্বাবস্থা হতে পশ্চাদাপসরণের জন্যই আথম বেঁচে গেল।

এরপর যদি আর কিছুই না ঘটতো, তাহ'লে হযরত মীর্যা সাহেবের সমালোচকরা একথা বলতে দ্বিধা করতো না যে, আথম ইসলাম বিরোধী অবস্থান থেকে পশ্চাদাপসরণ করে নাই এবং সে কারণেই উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীটিও পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণীটির সত্যতা সম্বন্ধে যেন কোন প্রকার সন্দেহ না থাকে সেজন্য খ্রীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি দল বলতে লাগলো যে আথম নির্ধারিত ১৫ মাসের মধ্যে মরে নাই এবং সেজন্যই ভবিষ্যদ্বাণীটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাদেক বলা হলো যে, আথম যদি পূর্বাবস্থা হতে পশ্চাদাপসরণ না করতো তাহলে সে ঠিকই মরতো; সে পশ্চাদাপসরণ করেছে বলেই মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছে; ভবিষ্যদ্বাণীটির দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী (যে কোন একটি ঘটাই শর্ত ছিল) উহা যথাযথভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে।

এরূপ ব্যাখ্যা সত্বেও সমালোচকরা বলে বেড়াতে লাগলো যে, আথম পশ্চাদাপসরণ করে নাই। একথা শুনে হযরত মীর্যা সাহেব এই মর্মে আথমকে আহ্বান জানালেন যে সে তার খ্রীষ্টান ও কতিপয় মুসলমান সমর্থকদের মতানুসারে শপথ গ্রহণ পূর্বক এ কথা ঘোষণা করুক যে, ইসলামের সত্যতা ও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের অসারতা সম্বন্ধে সামান্যতম চিন্তাও তার মনে এই ১৫ মাসের মধ্যে কখনই রেখাপাত করে নাই। আথম শপথ গ্রহণ পূর্বক কোন প্রকার ঘোষণা দিতে অস্বীকৃতি জানালো। সে জানালো যে, সে এখনও খ্রীষ্ট-ধর্মকে সত্য বলে জানে। কিন্তু সে একথা স্বীকার করে যে, যীশুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তার ধারনা অন্যান্য খ্রীষ্টানদের ধারনা হতে ভিন্নতর (এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মানুষের মনের উপর আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা কতখানি কার্যকর হয়ে থাকে)।

হযরত মীর্যা সাহেবের চ্যালেঞ্জ সম্বন্ধে আথমকে প্রায়াই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে এই মর্মে শপথ পূর্বক ঘোষনা করতে বলা হলো যে, সে তার পূর্বাবস্থা হতে কখনই বিচ্যুত হয় নাই। প্রত্যুত্তরে আথম লিখিত ভাবে জানালো যে, খ্রীষ্ট-ধর্মে শপথ

গ্রহণ করার অনুমতি নাই। কিন্তু তার এই কথা ভিত্তিহীন ছিল—কেননা বাইবেলের নুতন নিয়ম (New Testament) অনুযায়ী শপথ গ্রহণ একটি আইন সঙ্গত বিষয়। ফলতঃ দেখা যায় যে, খ্রীষ্টান রাষ্ট্র এবং সংগঠনসমূহে শপথ গ্রহণ করা একটি সাধারণ রীতির অন্তর্ভুক্ত এবং খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের আইন-আদালতে সাক্ষীদের শপথ নেওয়া একটা সাধারণ বিষয়। মোট কথা, আথমের অজুহাত গ্রহনীয় ছিল না। এটা ছিল শাস্তি এড়ানোর একটা চাতুর্যপূর্ণ কৌশল মাত্র। আথমকে নগদ পুরস্কার নেওয়ার জন্য শপথ গ্রহণের আবেদন জানানো হলো। নগদ পুরস্কারের পরিমাণ শীঘ্রই তৎকালীন মুদ্রা ১০০০ টাকা হতে ৫০০০ টাকায় বৃদ্ধি করা হলো। কিন্তু নির্ধারিত ১৫ মাসের মধ্যে তার মনের অবস্থা কি ছিল সে সম্বন্ধে আথম কিছু বলতে অস্বীকার করলো। সে কোন শপথ নিয়ে বলতে নারাজ। এই ঘটনার পরবর্তী জীবন সে নিরবে কাটালো। হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হলো। আথম তার পূর্বাবস্থা হতে বিচ্যুত হওয়ার ফলে শাস্তি হতে রক্ষা পায়। সে একথা আরো প্রমাণ করলো তার পরবর্তী আচরণের দ্বারা। বিশেষতঃ শপথ গ্রহণ পূর্বক তার পশ্চাদাপসরণের কথা অস্বীকার করার মত সৎসাহস তার ছিল না। (ক্রমশঃ)

['দাওয়াতুল আমীর'' শীর্ষক গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ Invitation-এর অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান]

সংবাদ ঃ

(১)

ইসলামের পবিত্র কালেমা ও আল্লাহর কালামকে গৌরবান্বিত করার মহান উদ্দেশ্যে
হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর বিদেশ যাত্রা

হুজুর (আইঃ) ২৬শে জুন ১৯৮০ তারিখে রাবওয়া হইতে রওয়ানা হইয়া করাচী যান। এবং সেখান হইতে ২৮শে জুন তারিখে বিমানযোগে ফ্রাঙ্কফোর্ট (পঃ জার্মানী) পৌঁছান।

বিস্তারিত খবর এখনও জানা যায় নাই। হুজুরের কিডনী ইনফেকশন এখনও সম্পূর্ণ ভাল হয় নাই। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হুজুরের পূর্ণ আরোগ্য, কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সফরের সার্বিক কল্যাণ ও কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

(২)

ডঃ আব্দুস সালাম পোপকে কুরআন করীম উপহার দেন
উক্ত অনুষ্ঠানটি ফ্রেঞ্চ টি, ভি, প্রচার করে

পদার্থ বিজ্ঞানে ইতিহাসের সর্ব প্রথম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ আব্দুস সালাম ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের প্রধান ধর্মীয় নেতা পোপ জন পল দ্বিতীয়কে এক সাক্ষাৎকারে কুরআন করীম উপহার পেশ করেন। এই সাক্ষাৎকারটি পোপের পক্ষ হইতে এ বৎসর নোবেল পুরস্কার বিজয়ীদের সহিত মিলিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ২রা জুন ১৯৮০ তারিখে পেরিসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্যারিসে অবস্থানরত ইউনিস্কোর-এর ডাইরেক্টর জনাব আহমদ মুখতার এম্বোর পক্ষ হইতে ডঃ সালামের নিকট ঐ উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ পাঠান হইয়াছিল। উক্ত সাক্ষাৎকারে ডঃ সালামের সহিত আরও পাঁচজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী উপস্থিত ছিলেন। তিনি পোপের সহিত সাক্ষাৎকালে তাঁহাকে বলেন: একজন মুসলমান নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এবং একজন হিসাবে; বৈজ্ঞানিক যে নিজে খোদাতায়ালা এবং ইসলামের উপরে পূর্ণ বিশ্বাসী, আমি আপনাকে কুরআন করীম পেশ করিতে চাই। জনাব পোপ তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। জনাব পোপকে কুরআন শরীফ উপহার পেশ করার উক্ত অনুষ্ঠানটি ফ্রেঞ্চ টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। জনাব পোপকে ইংরেজী ভাষায় স্যার চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান কর্তৃক অনুদিত কুরআন করীম উপহার দেওয়া হয়।

(৩)

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক তালিম-তরবিয়তী ক্লাশ ঃ ১৩৫৯হিঃ শাঃ/১৯৮০ইং

গত ২৭শে জুন শুক্রবার বাদ জুম্মা বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্দ্যোগে ৮দিন ব্যাপী বার্ষিক তালীম-তরবিয়তী ক্লাশ মোহতরম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া-এর উদ্বোধনী ভাষণ এবং দোওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে ঢাকা সহ ২৬টি মজলিস হ'তে ১০৭ জন খোদ্দাম এবং ৫৬ জন আতফাল অংশ গ্রহণ করে। বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের কার্য্যসূচী আরম্ভ হয়। কুরআন, হাদীস, দ্বীনি মালুমাত, আরবী ও উর্দু শিক্ষা দান সহ মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন পুস্তক এবং সিলসিলার পুস্তকাবলীর উপর বক্তব্য রাখেন জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী), জনাব মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী), জনাব ওবায়দুর রহমান ভুইয়া সাহেব, জনাব এ, কে, রেজাউল করিম, প্রমুখ। মৌঃ সহিদুর রহমান এবং মৌঃ মনোয়ার আলী, মোয়াল্লেম আতফালের শিক্ষ দানে বিশেষ ভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। খৃষ্ট ধর্মের অসারতার উপর বাইবেল হতে শিক্ষা মূলক আলোচনা করেন জনাব মাযহারুল হক সাহেব। মোহতরম জনাব আমীর সাহেব (বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া) অসুস্থ শরীরেও আল্লাহ-তা'লার অস্তিত্বের উপর প্রশ্নোত্তর পর্বে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। এছাড়াও তিনি পরকাল সম্পর্কে অতীব জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দান করেন যা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল। ৩রা জুলাই খোদ্দাম ও আতফালের কয়েকদিনের শিক্ষ দানের পর কুরআন হাদীস, দ্বীনি মালুমাত এবং ওফাতে ঈসা, খাতামান্নাবীঈন ও সিলসিলার পুস্তকাবলীর উপর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া খোদ্দাম ও আতফালের পৃথক পৃথক ভাবে কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা জুলাই বাদ আসর ৮দিন ব্যাপী তালীম তরবিয়তী ক্লাশের সমাপ্তি অধিবেশনে আহমদীয়াতের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)। তারপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতরম জনাব আমীর সাহেব এবং পরে তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা ও প্রতিযোগীতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। খোদ্দামের আহাদ নামা পরিচালনা করেন জনাব হাবীবুল্লাহ সাহেব নায়েব সদর। সবশেষে মোহতরম আমীর সাহেবের এজতেমায়ী দোওয়া করেন এবং ৮দিন ব্যাপী তালীম তরবিয়তী ক্লাশের পরিসমাপ্তি ঘটে। (বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে)।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা
হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল উপলক্ষে তাঁহার সম্পর্কে
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও খ্যাতনামা মুস্লিম ও অমুস্লিম চিন্তাবিদগণের অভিমত

হযরত মীর্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) ২৬শে মে ১৯০৮ইং তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার ওফাতকে উপলক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাবের 'উকীল' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার লিখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল। তাঁহার মস্তিষ্ক মূর্তিমান বিস্ময় ছিল। তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁহার আঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হইত। তাঁহার দুইটি মুষ্ঠি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল। তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। তিনি প্রলয় বিষাণ হইয়া নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিতেন। তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব কাদিয়ানীর ইন্তেকালের ঘটনা অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য। এরূপ মহাপুরুষগণ, যাহাদের দ্বারা ধর্ম ও জ্ঞান-বুদ্ধির জগতে বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, সর্বদা জগতে আসেন না। ইতিহাসের এই সকল গৌরবান্বিত মহা পুরুষের জগতের দৃশ্যপটে আবির্ভাব খুবই বিরল হইয়া থাকে, এবং যখন তাঁহারা আসেন তখন জগতে বিপ্লব সাধন করিয়া যান। মির্যা সাহেবের অতি উচ্চ মর্যাদা তাঁহার কতক দাবী ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রকট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার চিরবিদায় মুসলমানদিগকে, হ্যাঁ শিক্ষিত ও দীপ্ত বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমানদিগকে মর্মেমর্মে উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের একজন মহান ব্যক্তিকে তাহারা হারাইয়াছে, এবং তাঁহার সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় ইসলামের সেই শক্তিশালী মহান প্রতিরোধেরও অবসান ঘটিয়াছে, যাহা একমাত্র তাঁহার ব্যক্তিত্বের সহিতই সম্পৃক্ত ছিল।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন—তাঁহার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে।

খ্রীষ্টান ও আর্য সমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা সর্ব সাধারণের সমাদর লাভ করিয়াছে, এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নহেন। আজ যখন তাঁহার এই মহান লিটারেচার স্বীয় কার্যকারিতা পূর্ণ করিয়াছে তখন ইহার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আমাদের স্বীকার করিতে হয়।.....হিন্দুস্থানের (পাক-ভারত) ধর্মীয় জগতে ভবিষ্যতে আর এরূপ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্ম লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

তাঁহার সেই মহান আন্দোলন যাহা আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্খা।"

(অমৃতসর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'উকিল' ২০শে জুন ১৯০৮ইং)

(২) দিল্লীর 'কাজ'ন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক মীর্যা হয়রত দেহলবী লিখিয়াছিলেন :

"আর্যসমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ) যে ইসলামী খেদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় বিতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলা ইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করিতেছি যে কোন বড় হইতে বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহার মুখ খুলে। যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয় বরং সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহার পর্যায়ের শক্তিশালী লেখক নাই। তাঁহার রচনা নিজ শানে সম্পূর্ণ অপূর্ব এবং বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন লেখা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয়। তিনি ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী, বিরুদ্ধাচরণ এবং কুট সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হইয়া ছিলেন।" ('কাজ'ন গেজেট', দিল্লী, ১লা জুন ১৯০৮ ইং)

(৩) লাহোরের প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'তাহযীবুন নেসওয়ান'-এর সম্পাদক সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ

"মির্যা সাহেব মরহুম অত্যন্ত পবিত্রচিত্ত ও আল্লাহর মনোনীত বুজুর্গ ছিলেন, এবং নেকীর এরূপ শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, কঠোরতম হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তির মনকেও জয় করিয়া লইতেন। তিনি পরম বিজ্ঞ আলেম, অতি উচ্চ প্রতিভা ও মন বল সম্পন্ন সংস্কারক এবং পবিত্র জীবনের নমুনা ছিলেন। আমরা তাঁহাকে যদিও ধর্মীয়ভাবে 'মসীহ মওউদ' স্বীকার করি না কিন্তু তাঁহার হেদায়ত ও পথ-প্রদর্শন মুতাত্মাদিগের জন্য বাস্তবিকই মসীহাতুল্য ছিল।"

(৪) লাহোর হইতে প্রকাশিত আর্য সমাজীদের দৈনিক 'আরিয়া পত্রিকা'-এর সম্পাদক সাহেব লিখেন :

"সাধারণভাবে যে ইসলাম অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যায় উহার তুলনায় মির্যা সাহেবের ইসলাম সম্পর্কে ভাব-ধারণা অধিকতর উদার ও সহনীয় ছিল। আর্য সমাজীদের সহিত মির্যা সাহেবেয় সম্পর্ক কোন সময়ই বন্ধুত্বপূর্ণ হইতে পারে নাই এবং যখনই আমরা আর্য সমাজের বিগত ইতিহাসকে স্মরণ করি, তাঁহার ব্যক্তিত্ব আমাদের অন্তরে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি করে।" (ক্রমশঃ)

অনুবাদ ও সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

যদি সেই প্রিয়ের [মোহাম্মদ (সাঃ)-এর] গলিতে তলওয়ার চলে
তবে আমি প্রথম ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম প্রাণ দান করিবে ॥ [ফারসী দুররে সমীন]

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ঘানা জামাত আহমদীয়ার মিশনারী ইনচার্জ ও আমীরের পক্ষ হইতে পোপকে কুরআন করীম উপহার দান এবং ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার আহ্বান

আকরা (ঘানা)—আহ্‌মদীয়া মুসলিম মিশন, ঘানার মিশনারী ইনচার্জ ও আমীর মৌলানা আব্দুল ওহাব আদম সাহেব খ্রীষ্টান ধর্মীয় প্রধান পোপ জন পল দ্বিতীয়কে ৮ই মে ১৯৮০ইং কুরআন শরীফ উপহার পেশ করেন। উল্লেখ্য যে পোপ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ ঘানার রাজধানী আকরায় সফরে আসিয়াছিলেন।

উক্ত সংবাদটি ঘানার প্রভাবশালী পত্রিকা 'দি এ্যাকওয়ে' উহার ১১ই মে ১৯৮০ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশ করে এবং আরও জানায় যে, উক্ত উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়া মৌঃ আব্দুল ওহাব আদম পোপকে প্রস্তাব পেশ করেন যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সংহতি প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ (আঃ) এর ক্রুশীয় ঘটনার বিষয়টিকে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। তিনি বলেন যে, ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের প্রতিনিধিগণের মধ্যে এরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইলে উহার সুদূর প্রসারী সুফলের উদয় হইবে এবং উভয় ধর্মের অনুসারী বৃন্দের মধ্যে স্থায়ী সংহতি রচনার পথ প্রশস্ত হইবে।

তিনি স্মরণ করাইয়া দেন যে, এই প্রকারের আলোচনা অনুষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গী ১৯৭৮ইং সনে আন্তর্জাতিক জামাত আহমদীয়ার উদ্যোগে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্সে পেশ করা হইয়াছিল এবং সেই কনফারেন্সে বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রতিনিধিরা ভাষণ দিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রটিতে প্রকাশ যে, মৌঃ আব্দুল ওহাব আদম সাহেব আরো বলেন যে, ইংল্যাণ্ডের 'ব্রিটিশ কাওন্সিল অফ চার্চেজ'কে উক্ত লণ্ডন কনফারেন্সের পরে পরেই হযরত মসীহ (আঃ) এর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে জামাত আহমদীয়া এবং কাওউন্সিলের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য আহ্বান জানান হইয়াছিল। তিনি আশ্বাস দেন যে, ঘানা জামাত আহমদীয়া ঐ প্রসঙ্গে না শুধু 'ব্রিটিশ কাওন্সিল অফ চার্চেজ-এর উক্তরূপ আলোচনার আহ্বানকে সাদরে গ্রহণ করিবে বরং ক্যাথলিক চার্চের প্রতিনিধিগণের সহিতও মুসলমান ও খৃীষ্টানদের মধ্যকার ধর্মীয় বিশ্বাসগত মতানৈক্য মূলক বিষয়াবলীর উপর আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এরূপ আলোচনা পৃথক ভাবেও হইতে পারে এবং সাধারণ সমাবেশেও হইতে পারে।

উক্ত সংবাদটি ঘানার আর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'উইকলী স্পেক্টেটর'এর ১০ই মে ১৯৮০ইং তারিখের সংখ্যায় ও প্রকাশিত হয়। (আল-ফজল, ২২শে জুন ১৯৮০ইং)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মামুদ, সদর মুরুব্বী।

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মন্তুদ শোক-সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, জনাব এ, টি, এম, আবেদ সাহেব (রিটাঃ ডিপুটি সেক্রেটারী) টোকিওতে ১২ই জুন ১৯৮০ তারিখে আকস্মিক হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোক গমন করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

মরহুম অতি মুখলেস আহ্‌মদী ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৬০ বৎসর। তিনি এক স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৪ মেয়ে রাখিয়া যান।

আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফিরাত করুন ও জান্নাতুস ফেরদৌসে উচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্য ধারনের শক্তি দিন ও তাঁহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor